পিসির ঝুটঝামেলা

ট্রাবলশুটার টিম

সমস্যা : আমার পিসিতে উইন্ডোজ অপারেটিং সিস্টেম সেভেন ব্যবহার করি। পিসিতে ভিডিও এডিটিংয়ের কাজ করে থাকি। মেসে থাকার কারণে একই পিসি আরও কয়েকজনের সাথে শেয়ার করতে হয়। কেউ ব্যবহার করতে চাইলে তাকে না করাটা সব সময় হয়ে ওঠে না। আবার মেসের বাইরে গেলে পিসি পাসওয়ার্ড দিয়ে যাব তাও করা যায় না। কারও না কারও পিসি ব্যবহার করার দরকার পড়ে। অন্য ইউজারেরা গেম খেলে আর আমার এডিটিং সফটওয়্যার ব্যবহার করে ভিডিও প্রজেক্ট ফাইলগুলো নষ্ট করে ফেলে। তাই আমি চাইছি আমার অনুপস্থিতিতে যাতে তারা নেট ব্রাউজ, অফিস সফটওয়্যার ব্যবহার, মুভি দেখা বা গান শোনা ইত্যাদি সাধারণ কাজ করুক, কিন্তু আমার কাজের সফটওয়্যারগুলো যাতে ব্যবহার করতে না পারে। সাধারণ গেম খেলুক কিন্তু ভারি গেম খেলে সিস্টেমের ওপর চাপ না ফেলুক। এমন কোনো ব্যবস্থা আছে কি যাতে আমার পিসি সুরক্ষিত রাখতে পারি?

–শাহাদাত হোসেন

সমাধান : উইন্ডোজের প্যারেন্টাল কন্ট্রোল ব্যবহার করে আপনার পিসিটি নিরাপদে রাখতে পারবেন। অফিস বা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে এই অপশন বেশ ব্যবহার করা হয়। প্যারেন্টাল কন্ট্রোল অপশন কাজে লাগানোর জন্য আপনাকে একটি নতুন ইউজার অ্যাকাউন্ট খুলতে হবে। এজন্য প্রথমে কন্ট্রোল প্যানেল থেকে ইউজার অ্যাকাউন্টসে যান। ম্যানেজ এনাদার অ্যাকাউন্টে ক্লিক করুন। ক্রিয়েট এ নিউ অ্যাকাউন্টে ক্লিক করুন। অ্যাকাউন্টটির নাম দিন। স্ট্যান্ডার্ড ইউজার অপশন নির্বাচন করে ক্রিয়েট অ্যাকাউন্টে ক্লিক করুন। আপনার নতুন ইউজার অ্যাকাউন্ট বানানোর কাজ শেষ করার পরের কাজ তাতে প্যারেন্টাল কন্ট্রোল অ্যাপ্লাই করা। এজন্য ম্যানেজ ইউজার অ্যাকাউন্ট থেকে সেটআপ প্যারেন্টাল কন্ট্রোলসে ক্লিক করুন। নতুন অ্যাকাউন্টটিতে ক্লিক করুন। এ ক্ষেত্রে আপনার অ্যাডমিনিস্ট্রেটর অ্যাকাউন্টে কোনো পাসওয়ার্ড দেয়া না থাকলে উইন্ডোজ সেখানে পাসওয়ার্ড দিতে বলবে। পাসওয়ার্ড প্রবেশ করিয়ে পরের অপশনে চলে যান। সেটআপ থেকে প্যারেন্টাল কন্ট্রোল অন করে দিন। এখন তিন ধরনের কন্ট্রোল অপশন পাবেন। টাইম লিমিট, গেমস এবং প্রোগ্রামস। টাইম লিমিট অপশনের দরকার আপনার হবে না। এটি দিয়ে বাচ্চারা যাতে নির্দিষ্ট সময়ের বেশি পিসি ব্যবহার করতে না পারে সে ব্যবস্থা করা যায়। গেমস অপশন থেকে ইনস্টল করা গেমগুলো যাতে চালু করতে না পারে, সে ব্যবস্থা করতে পারবেন। প্রোগ্রামস সেটিংসে ক্লিক করলেই প্রথমে জানতে চাওয়া হবে এই ইউজার কি সব প্রোগ্রাম ব্যবহার করতে পারবে কি না। উত্তর না হলে দ্বিতীয় অপশন নির্বাচন করে ওকে করুন। উইন্ডোজ কমপিউটারে ইনস্টল করা সব প্রোগ্রাম আপনাকে দেখাবে। এখানে কোনো প্রোগ্রামে টিক দিলেই সেটি এই ইউজারের জন্য রেস্ট্রিক্টেড হয়ে যাবে। আর কাঙ্ক্ষিত কোনো প্রোগ্রাম বা গেমস যদি লিস্টে না পান, তাহলে সেটিকে ব্রাউজ করেও দেখিয়ে দিতে পারবেন কজ

ফিডব্যাক : jhutjhamela24@gmail.com

ফাইভারে শুরু হোক ফ্রিল্যান্সিং ক্যারিয়ার

(৫৭ পৃষ্ঠার পর)

সবশেষে From ড্রপডাউন থেকে কোর্স শুরুর সাল এবং To ড্রপডাউন থেকে কোর্স শেষের সাল নির্বাচন করুন। এভাবে Add New থেকে প্রতিটি কোর্সের জন্য আলাদা আলাদা তথ্য যোগ করুন।

সার্টিফিকেশন : কোনো প্রতিষ্ঠান (একাডেমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছাড়া) থেকে অ্যাওয়ার্ড কিংবা সার্টিফিকেট পেয়ে থাকলে তা এখানে যোগ করতে পারেন। সে ক্ষেত্রে Add New অপশনে ক্লিক করে CerTificate or Award ফিল্ডে অ্যাওয়ার্ডের নাম ইনপুট করুন। Certified From থেকে উক্ত প্রতিষ্ঠানের নাম এবং Year ড্রপডাউন থেকে সার্টিফিকেট প্রাপ্তির সাল যোগ করে Add বাটনে ক্লিক করুন। এ ক্ষেত্রেও একাধিক অ্যাওয়ার্ড/সার্টিফিকেট যোগ করা যায়।

পোর্টফোলিও : আপনার করা কোনো প্রজেক্ট বা সম্পূর্ণ কাজ ব্যক্তিগত বা অন্য কোনো ওয়েবসাইটে থাকলে তার লিঙ্ক পেস্ট করে পোর্টফোলিও হিসেবে যোগ করা যায়। সেজন্য Add New অপশনে ক্লিক করে Description অংশে ও প্রজেক্ট সম্পর্কিত বর্ণনা এবং URL অংশে ওই প্রজেক্টের ওয়েবলিঙ্ক পেস্ট করে Add বাটনে ক্লিক করুন। এভাবে চাইলে একাধিক পোর্টফোলিও যুক্ত করতে পারেন।

ফাইভারে সার্ভিস সেলিং : আপনার প্রথম গিগ

ফাইভার অ্যাক্টিভিটিজের এ পর্যায়ে আপনার প্রফেশনাল স্কিল অর্থাৎ সার্ভিস সেল করার জন্য মোটামুটি প্রস্তুত। সার্ভিস সেল করার জন্য আপনার এক্সপারটাইজের একটি বিশেষায়িত সার্ভিস সংবলিত গিগ তৈরি করতে হয়। এরকম একটি গিগ তৈরির জন্য ইউজারনেম ড্রপডাউন মেনু থেকে Selling→ Create A Gig-এ ক্লিক করুন। মূলত পাঁচটি ধাপে গিগ তৈরির প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন হয়।

০১. ওভারভিউ : ওভারভিউ ধাপে গিগ টাইটেল, ক্যাটাগরি, ডেসক্রিপশন, গিগ মেটাডাটা ও ট্যাগস সমন্বয়ে সম্পন্ন হয়।

ক. গিগ টাইটেল : এ ধাপেও Will-এর পর সর্বোচ্চ ৮০ ক্যারেক্টারের মধ্যে সার্ভিস সংবলিত একটি আকর্ষণীয় গিগ টাইটেল টাইপ করতে হয়। যেমন– I Will Design An Eye-Catching Business Card। কার্যকর গিগ টাইটেল নির্বাচনে কৌশল জানতে পড়ুন https://www.fiverr.com/academy/tips-tricks/seo-tricks-for-gig-titles

খ. ক্যাটাগরি : এ ক্ষেত্রে আমাদের নমুনা গিগের মেইন ক্যাটাগরি হিসেবে GRAPHICS & DESIGN এবং সাব-ক্যাটাগরি BUSINESS CARDS AND STATIONARY সিলেক্ট করতে হবে।

গ. ডেসক্রিপশন : ১২০ থেকে ১২০০ ক্যারেক্টারের মধ্যে গিগ সম্পর্কিত একটি আকর্ষণীয় বর্ণনা লিখতে হবে।

ঘ. গিগ মেটাডাটা : এ ক্ষেত্রে PRODUCT TYPE – BUSINESS CARDS এবং FILE FORMAT – JPG, PNG ও PSD সিলেক্ট করতে পারেন।

ঙ. ট্যাগস : আলোচ্য গিগের জন্য কয়েকটি ট্যাগস হতে পারে– GRAPHIC DESIGN, BUSINESS CARD, CORPORATE BUSINESS CARD, PROFESSINAL BUSINESS CARD ইত্যাদি।

SAVE AND CONTINUE বাটন চেপে দ্বিতীয় ধাপে যাওয়া যাক :

০২. স্কুপ অ্যান্ড প্রাইসিং : এ ধাপে STANDARD, PREMIUM এবং PRO– এ তিনটি প্যাকেজে গিগটিকে উপযুক্ত প্রাইসিং এবং সার্ভিস ডিটেইলস সহকারে সাজাতে হয়। চাইলে প্যাকেজ সুইচ টার্ন অফ করে একটিমাত্র প্যাকেজ দিয়েও গিগ তৈরি করা যায়।

০৩. রিকোয়ারমেন্ট : এ ধাপে প্রজেক্ট সম্পন্ন করতে বায়ারের কাছে আপনার কী কী রিকোয়ারমেন্ট আছে, তা ৪৫০ ক্যারেক্টারের মধ্যে লিখতে হবে।

০৪. গ্যালারি : গিগ তৈরির এ ধাপে এক বা একাধিক গিগ ফটো অথবা অপশনাল গিগ ভিডিও এবং পিডিএফ ফাইল সংযুক্ত করে গিগটিকে অধিকতর বর্ণনামূলক করে তুলতে হবে।

০৫. পাবলিশ : এই সর্বশেষ ধাপে PUBLISH GIG বাটন ক্লিক করে গিগটি অ্যাক্টিভেট করতে হয় কজ

ফিডব্যাক : admin@freelancerstory.com